ড: শামশের আলী সমস্যা।

বিজ্ঞান মনষ্কা শ্রী অভিজিৎ রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ড: শামশের আলীর সমস্যায় ভুগছেন। তিনি সব জাগায়ই ড: আলীর উদাহরণ উপস্থাপন করেণ। ড: আলী কোরাণের মধ্যে পদার্থবিদ্যা খুঁজে পেয়ে টেলিভিশনে নিজের পান্ডিত্য জাহির করছেন। তাই দেখে গোস্সা হয়ে রায় বাবু মুক্তমনা ওয়েব সাইটের নাস্তিক ক্লাবের ফোরামে ডারইউনের বিবর্তন তত্ত্ব শেখার ব্যবস্থা করেছেন। এখন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, আমাদের মত সাধারণ মানুষেরা রায় বাবুর নিয়মবিষয়ক বিদ্যা (Methodology) শিখে বিবর্তনের মধ্যে কোরাণ যে খুঁজে পাব না, তার নিশ্চয়তা কোথায়? হ্যা, যদি আমরা আহাম্মক হই, তবে বিবর্তনের মধ্যে কোরাণ এবং কোরাণের মধ্যে পদার্থবিদ্যা খুঁজে নাও পেতে পারি। কিন্তু ড: আলী যখন খুঁজে পেয়েছেন, তখন বুঝা যাচ্ছে তিনি আহাম্মক নন, তিনি একজন চতুর ব্যক্তি। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতে পারেণ। কথায় বলে পাগলেও নিজের স্বার্থ বুঝে। অনুরূপ ভাবে ড: আলীও ব্যক্তি স্বার্থের সন্ধান পেয়েছেন, তাই কোরাণের মধ্যে পদার্থবিদ্যা খুঁজে পান। তাহলে দেখা যাচ্ছে, কোরাণের মধ্যে পদার্থবিদ্যা বা বিবর্তনের মধ্যে কোরাণ খুঁজে পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করছে স্বার্থের উপর। তাই সমস্যার উপসর্গ হলো ড: আলী, সমস্যার মূল কারণ হলো ব্যক্তি স্বার্থ। ড: আলী একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী, পরিবার পরিজন নিয়ে দেশে থাকেন। পদার্থবিদ্যার থিউরীর চেয়ে তার কাছে পরিবার পরিজনের সুখ-শান্তি বড়।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে মধ্যবিত্তের চরিত্র বৈশিষ্টেগুলির মধ্যে অন্যতম হলো স্বার্থবাদীতা। জামাতের মওলানা সাইদী, ইসলামি ঐক্য জোটের মওলানা আমিনী, ড: শামশের আলী, শ্রী অভিজিৎ রায় এবং সেতারা হাশেমেরা বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের অংশ। এরা সকলেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে নিজ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত। মওলানা সাইদী ও মওলানা আমিনী কোরাণের মধ্যে ঐশ্বরিক বানী খুঁজে পেয়ে মধ্যপ্রাচ্যের অর্থে কোটিপতি হয়েছেন। তবে ঐশ্বরিক বানী খুঁজে পাওয়ার ধরণ ও ব্যাখ্যা নিয়ে উভয়ের মধ্যে বিরোধ আছে। কিন্তু বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ব্যক্তি স্বার্থের কারণে উভয়ই বিএনপি জোটে সামিল হয়েছেন। বিএনপি মুসলিম লীগের নুতন সংষ্করণ। টাকা পয়সা বিএনপি এর কোন সমস্যা নয়, তারা চান কোরাণের ঐশ্বরিক বানীর বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা, যা মওলানা সাইদী বা মওলানা আমিনীর দ্বারা সম্ভব নয়। বুদ্ধিমান ড: আলী যথাযথ ভাবেই বুঝতে পেরেছেন বিএনপির কৃপা ছাড়া বর্তমান বাঙ্গালী সমাজের এলিট ক্লাশে স্থান পাওয়া দুষ্কর। তিনি আরো বুঝতে পেরেছেন বিএনপির বিরুদ্ধাচরণ করলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব মুন্তাসির মামুনের মত রিমেইন্ডে যেতে হবে। তাই তিনি বুদ্ধিমানের মত কোরাণের মধ্যে পদার্থবিদ্যা খুঁজে পাচ্ছেন।

সেতারা হাশেম ও শ্রী অভিজিৎ রায় উপরুক্ত লোকদের মত প্রত্যক্ষ স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত নয়। উভয়ই আধুনিক ভাবধারায় পরিচালিত বিধায় পরোক্ষ ভাবে স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তবে উভয়ের ভাবধারায় পার্থক্য বিদ্যমান। মানুষ জড় বস্তু নয়। সে গতিশীল এবং চিন্তা করতে পারে। মানুষের চিন্তার দু'টি দিক বিদ্যমান, যথা:- কল্পনা বিলাস বা ভাব এবং বস্তু নির্ভর। মানুষের এই দুই ধরণের চিন্তা অবিচ্ছেদ্য। বেচে থাকার লক্ষ্যে খাদ্য সংগ্রহের জন্য মানুষকে যেমন বস্তু নির্ভর হোতে হয়, তেমনি তার আবেগের (Emotion) জন্য ভবাবাদী হোতে হয়। কিন্তু মানুষের ভাব বস্তুগত চিন্তার উপর নির্ভরশীল। বস্তুগত চিন্তার মধ্যেই ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা শ্রেনী এবং সমষ্টিগত স্বার্থ জন্ম নেয়। ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা শ্রেনী ও সমষ্টিগত স্বার্থের দ্বন্দ্বে ভারসাম্যহীন ভাবে সভ্যতার বিকাশ (Lop sided development of human civilization) ঘটেছে। ফলে কোন দেশ ও সমাজ অনেক উন্নত, আবার কোন দেশ ও সমাজ পশ্চাদ পথ। ইতিহাসের কখনো উত্থান, আবার কখনো পতন ঘটেছে। অর্থ্যাৎ সভ্যতা ও ইতিহাসের পথ সরল রৈখিক নয়, তাদের গতিপথ আঁকাবাঁকা। ফলে

মানুষের বস্তুগত চিন্তাও সরল রৈখিক নয়। কিন্তু শ্রী অভিজিৎ সকল প্রপজ্ঞ বা ঘটনা বিশ্লেষণ করেণ রৈখিক চিন্তা (Linear thinking) শক্তি দিয়ে। কোন প্রপজ্ঞ বা ঘটনা বিশ্লেষণে সেতারা হাশেম ও শ্রী অভিজিতের মধ্যে এখানেই পার্থক্য। ফলে কোরাণের মধ্যে রায় বাবু খুঁজে পান ইহুদী ও খৃষ্টানদের প্রতি ঘৃনা, আর সেতারা হাশেম খুঁজে পায় ইহুদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিক ধর্ম বিশ্বাসী শোষক আরব গোষ্ঠিগুলির প্রতি তদকালীন শোষিত আরবদের ক্ষোভ। শোষিত মানুষের ঐ বিক্ষোভের যুক্তি নির্ভর কোন বিশ্লেষণ জানা না থাকায় তদকালীন মানুষ ঐশ্বরিক শক্তির আশ্রয় নিয়েছিল, যার নাম ইসলাম। মুক্তি আকাঙ্খি শোষিত আরবদের ঐ বিক্ষোভের মাধ্যমে ইসলাম যে পরিবর্তন এনেছিল মানুষ তা আজও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে, যেমনটি বাঙ্গালীরা স্মরণ করে ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধকে। আজ যেমন মুক্তিযুদ্ধের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষ ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করছে, তেমনি ইসলাম ও কোরাণের নাম ভাঙ্গিয়ে মানুষ ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধার করে চলছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিহীন মুক্তিযুদ্ধ যেমন অর্থহীন, তেমনি সমাজ পরিবর্তনের বানী ছাড়া ইসলামও অর্থহীন। চৌদ্দশত বছর পূর্বের শোষিত আরবদের আকাঙ্খা ছিল সমাজ পরিবর্তন করে সামাজিক সাম্য ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যার জন্য তারা সংগ্রাম বা জেহাদ করেছিল। তাই ইসলামকে তারা শান্তির প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করেছিল।

মানুষের চিন্তা যেহেতু বস্তু নির্ভর। তাই বস্তুর ভরবেগ (Momentum) ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে বস্তুর প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটছে, ফলে চিন্তারও পরিবর্তন ঘটছে। চৌদ্দশত বছর পূর্বের সংগ্রাম বা তার বিশ্লেষণ বর্তমান কালের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ সেই রামও নাই, সেই অযোধ্যাও নাই। তাই ঐ বিষয়কে যারা প্রধান্য দিতে চান তারা শোষিতের বন্ধু নয়। নাস্তিকতার সাথে বস্তু নির্ভর ভাবের সম্পর্ক, কোয়ান্টাম মেকানিকস, বিগ ব্যাঙ্গ থিউরি বা ডারইউন বিবর্তনবাদের কোন সম্পর্ক নাই। তাই বস্তু বিবর্জিত নাস্তিকতা ফ্যানাটিক পর্যায় ভুক্ত। ফলে বস্তুবাদ বিহীন বিজ্ঞান মনস্কা দাবীদার শ্রী অভিজিৎ রায় ফ্যানাটিক নাস্তিক হয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতার অবাস্তব ও কল্পনা প্রসূত সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করেণ। বিপরীতে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে আস্থাবান সেতারা হাশেম ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্ম নিরপেক্ষতার বস্তু নির্ভর বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে। সেতারা হাশেমের কাছে ড: শামশের আলী হলো ব্যক্তি স্বার্থের শিকার একটি মানুষ। বিবর্তনবাদের শিক্ষা দিয়া মানুষের ঐ চরিত্রের উন্নতি সম্ভব নয়। প্রয়োজন ঘুণেধরা বর্তমান সমাজ পরিবর্তনের বাধা দেশীয় প্রতিক্রিয়াশীল ও তার বিদেশী সমর্থকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা।

সেতারা হাশেম ০৬/৩০/০৫